নদিয়ার সুমনা প্রামাণিক

নদিয়া জেলার রূপান্তরকামী সুমনা প্রামাণিক ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সরকারীভাবে নাম ও লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন। নাম ও লিঙ্গ পরিবর্তনের বিষয়টি আজও সামাজিক ট্যাবু জর্জরিত হলেও আইনিভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে বেশ কিছু বছর আগেই। ২০১৪ সালের এপ্রিলে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার বিষয়ে রায় দেয়। তা সত্ত্বেও, সুমনাকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায় লাগু করার পথে ম্যাজিস্ট্রেটের সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যেই, রাজ্যের এক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর স্তরে একজন রূপান্তরকামী মানুষ হিসাবেই ভর্তি হন সুমনা। জেলা কালেক্টরের উদ্যোগে গত বছর এপ্রিলে স্কলারশিপের চেকও আসে। কিন্তু চেক ভাঙ্গাতে গিয়েই সমস্যায় পড়েন সুমনা। কারণ চেক দেওয়া হয় তাঁর নতুন নাম অনুযায়ী, কিন্তু তাঁর আধার কার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল পুরনো নামে।

শুরু হয় সুমনার হয়রানির দিনলিপি। ব্যাঙ্কের নথীতে নাম ও লিঙ্গ পরিবর্তন করতে গেলে তাঁকে বলা হয় প্রথমে আধার কার্ড সংশোধন করতে হবে। সেই সংশোধন করাতে গেলে সুমনা জানতে পারেন আধারে লিঙ্গ কীভাবে পরিবর্তন হয়, সে বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই সংশ্লিষ্ট কর্মীদের। যদি ধারণা থাকতো, তাহলে তাঁরা সুমনাকে বলতেন, এফিডেভিট ছাড়া এরকম কোনও সংশোধন করা সম্ভব নয়। সেই এফিডেভিট, যা নিতে গিয়ে আগেই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে সুমনা প্রামাণিককে!

বর্তমানে সুমনা আইনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুমনার এই লড়াই প্রমাণ করে সমাজের নিগড়ে যে সংস্কার বাসা বেঁধে আছে, তাঁকে উৎখাত করা নিছক সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পক্ষে সম্ভব না। সুমনাদের নিরন্তর লড়াই ও সেই লড়াইয়ের প্রচার ছাড়া আইন আইনের জায়গাতেই রয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র: Varta ওয়েবজিন। এই রিপোর্ট ও Varta-র বিষয়ে বিশদে জানতে এখানে ক্লিক করুন।